তাজরিন ট্রাজেডির ০৮ বছর!

করোনাকালীন সময়ে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পূনর্বাসনের দাবী

তাজরিন ফ্যাশনের ভয়াবহ ট্রাজেডির ০৮ (আট) বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ ২৪শে নভেম্বর, ২০২০ ইং তারিখ সকল নিহত ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছে ব্লাস্ট। পাশাপাশি ব্লাস্টের পক্ষ হতে করোনাকালীন সময়ে শ্রমিকের সুরক্ষা, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রতি হয়রানী মূলক আচরন বন্ধ সহ সকল শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিরসন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পূনর্বাসন নিশ্চিতের দাবী জানাচ্ছে। এ বছর তাজরিন দিবস এমনই এক বৈরী পরিবেশে পালন করা হচ্ছে যেখানে করোনা সংক্রমনের কারণে সবাই ঝুঁকিতে আছেন। এমনই এক বিরূপ পরিস্থিতিতে সকল প্রকার ঝুঁকিকে পাশ কাটিয়ে শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে নিয়মিত কাজে যোগদান করতে হচ্ছে, জীবনের চেয়ে জীবিকাকে দেখা হচ্ছে বড় করে।

বাংলাদেশে রপ্তানীমূখী সেক্টরসমূহের মধ্যে পোশাক শিল্প সর্বাগ্রে, যার ঈর্শনীয় সাফল্য আজ বিশ্ব ব্যাপী সমাদৃত ও প্রশংসিত এবং যা দেশের অর্থনীতিতে নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। করোনাকালীন সময়ে শ্রমিককে নিরাপদ রাখতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র খুবই জরুরী। শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা নিয়োগকর্তাগণের আইনী দায়িত্ব হলেও তা অনেক ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে।

এ অবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি তাজরীন দিবসে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)- এর আহ্বান-

- **করোনাকালীন সময়ে সুরক্ষা পেতে শ্রমিকের আইনগত অধিকার রক্ষা যেমন স্বাস্থ্যবিধি, সময়মতো মজুরী প্রদান, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা সহ আইনগত অধিকার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে**
- তাজরিন দূর্ঘটনার প্রায় ০৮ বছর অতিবাহিত হলেও এখনো কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের ক্ষতিপুরণের নূন্যতম কোন মানদন্ড নির্ধারিত হয়নি। দ্রুত শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্বার্থে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ সুনির্দিষ্ট করণ এবং ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ণয় করতে হবে।
- **দূর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে**- তার কর্ম সক্ষমতা বা অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তার সম্ভাব্য আয়ের পরিমান; গ্রাচুইটি বা আইনানুগ পাওনাদি; তার পোষ্য বা পোষ্যদের জীবন- জীবিকার জন্য অনুমিত খরচ; পোষ্যদের মধ্যে কমপক্ষে একজনকে যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- **দূর্ঘটনায় স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষম শ্রমিকদের ক্ষেত্রে-** তার কর্ম সক্ষমতা বা অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তার আয়ের পরিমান; অবসর গ্রহণকালে প্রাপ্য গ্রাচুইটি বা আইনানুগ পাওনাদি; তার চিকিৎসা বাবদ অনুমিত খরচ; তার নিজ ও পোষ্য বা পোষ্যদের জীবন- জীবিকার জন্য অনুমিত খরচ; পোষ্যদের মধ্যে কমপক্ষে একজনকে যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- **দূর্ঘটনায় অস্থায়ী অক্ষম শ্রমিকদের ক্ষেত্রে-** তার চিকিৎসা বাবদ অনুমিত খরচ; অক্ষমতার মেয়াদকাল পর্যন্ত মাসিক মজুরী ও আনুসঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান এবং সক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।

আসুন শ্রমিকদের সময়মতো মজুরী পরিশোধ করি, তাদের শ্রমের মর্যাদা দেই এবং কর্মক্ষেত্র নিরাপদ রাখি

করোনা সম্পর্কে জানতে এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন পরামর্শের জন্য- **স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩ নম্বরে ফোন করুন**
যে কোন ধরনের আইনি পরামর্শের জন্য ব্লাস্টের হেল্প লাইন ০১৭১৫ ২২০২২০ নম্বরে ফোন করুন
মোবাইলে শ্রম আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও আইনি পরামর্শ পেতে- *শ্রমিক জিজ্ঞাসা* মোবাইল অ্যাপটি ব্যবহার করুন